সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৬
WEEKLY BOOKLET:316

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ
হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বাণী:

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বাণীসমগ্র

- একজন বুযুর্গের অসীয়ত
- ছেলেকে পুলিশ ছেড়ে দিলো (ঘটনা)
- প্রতিদিন এক হাজার নফল নামায (ঘটনা)
- হযরত সিররী সাক্বত্বী'র বাণী

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাণীসমগ্র

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার রব, যে ব্যক্তি ১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিসালা **"হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাণীসমগ্র"** পড়বে বা শুনবে তাকে মন্দ মৃত্যু থেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং তার পিতা মাতার বংশের সকল ব্যক্তিদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু মুযাফফার বিন আ'দ্দুল্লাহ খাইয়াম সমরকন্দী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, একদিন আমি পথ ভুলে গেলাম। হঠাৎ একজন বুযুর্গকে দেখতে পেলাম ; তিনি বললেন, "আমার সাথে এসো।" আমি তাঁর সাথে হাঁটতে লাগলাম। আমার মনে হলো উনি হযরত খিযির عَلَیۡہِ السَّلَام হবেন। জিজ্ঞাসা করার পর জানালেন তাঁর নাম খিযির। তাঁর সাথে আরও একজন বুযুর্গ ছিলেন। জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, উনি ইলইয়াস عَلَیۡہِ السَّلَام। আরয করলাম, মাহান আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। আপনারা দুই হযরত কি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র যিয়ারত লাভ করেছেন? তাঁরা জানালেন, হ্যাঁ। বললাম, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র কাছ থেকে শোনা কোনো বাণী শোনান যাতে আমি আপনাদের থেকে বর্ণনা করতে পারি। তাঁরা বললেন,

www.dawateislami.net

আমরা রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তার অন্তর থেকে নিফাক্ব এমনভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যেমনভাবে পানি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা হয়। তাছাড়া, যে ব্যক্তি "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করে তবে সে নিজের জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খোলে। (আল ক্বাওলুল বাদী', পৃষ্ঠা ২৭৭; জাযবুল ক্বুলূব, পৃষ্ঠা ২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক বুযুর্গের উপদেশ

হযরত সিররী সাক্বতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া করে আসছি যে তিনি যেনো আমার সাথে তাঁর কোনো কামিল ওয়ালীর সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। হায়, আমি যদি আল্লাহর কোনো সত্যিকার আশিককে এক নজর দেখতে পারতাম। একবার আমি 'লাকাম' অঞ্চলের পাহাড়ে ছিলাম। ওখানকার একটি জায়গায় অনেক রোগীকে জমায়েত হতে দেখলাম। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা এখানে কেনো জমায়েত হয়েছো?" তারা বললো, " প্রতি মাসে একবার আল্লাহর এক নেককার বান্দা এখানে আগমন করেন। তিনি আমাদের মতো রোগীদের জন্য দোয়া করেন আর তাঁর দোয়ার বরকতে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। আজকে তাঁর আগমনের দিন। তিনি হয়তো চলে এসেছেন"। আমাদের কথা তখনো শেষ হয় নি, এরই মধ্যে নুরানী চেহারার এক ব্যক্তি আমাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর কিছু পাঠ করলেন আর রোগীদের ফুঁক দিলেন। তৎক্ষণাৎ সকল রোগী সুস্থ হয়ে গেলো। তারপর সেই নেককার বুযুর্গ ওখান থেকে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন, তখন আমিও তাঁর পিছু পিছু গেলাম আর বললাম, "হে আল্লাহর

www.dawateislami.net

বান্দা, একটু থামুন। আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।” তিনি আমার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, “হে সিররী সাক্বত্বী, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো দিকে মনোযোগী হয়ো না। সবসময় তাঁর স্মরণে মগ্ন থেকো। অন্য কারো আশা কোরো না। নয়তো তাঁর দরবার থেকে তোমার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং, তিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে মনোযোগী হয়ো না, এতটুকু বলে তিনি যে দিক থেকে এসেছিলেন সেদিকেই প্রস্থান করলেন। **(উ'য়ুনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ২০১)**

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া, হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ঐ বুযুর্গ কতো সুন্দর উপদেশ দিলেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে মনোযোগী না হতে, সবসময় তাঁরই স্মরণে মগ্ন থাকতে অন্যথায় তাঁর দরবারে মকবুল হওয়া যাবে না।

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র পরিচিতি

শায়খুল ইসলাম আবু হাসান হযরত সিররী বিন মুগাল্লিস সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুরিদ এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র শিক্ষক ও মামা ছিলেন। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬)**

www.dawateislami.net

হযরত সিররী সাক্বতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র পেশা

তিনি প্রথমদিকে "সাক্বত (অর্থাৎ সাধারণ ছোটখাটো জিনিস) বিক্রি করতেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬) এ কারণে তাঁকে "সাক্বত্বী" বলা হয়। কথিত আছে, তিনি ক্রয়-বিক্রয় করতেন আর প্রতি দশ দিনারের পণ্যে আধা দিনার লাভ করতেন। এরচেয়ে বেশি লাভ কেউ যদি নিজ থেকে দিতে চাইতো তিনি নিতেন না।

পুলিশ ছেলেকে ছেড়ে দিলো (ঘটনা)

হযরত আবুল হাসান সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র দরবারে তাঁর এক মহিলা প্রতিবেশী উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ করলো, "হে আবুল হাসান, রাতে আমার ছেলেকে এক সিপাহি ধরে নিয়ে গেছে। তারা তাকে কষ্ট দিতে পারে। দয়া করে আমার ছেলের জন্য সুপারিশ করুন অথবা কাউকে আমার সাথে পাঠান। প্রতিবেশীর আবেদন শুনে তিনি দাঁড়িয়ে একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলো, ঐ মহিলা বললো, হে আবুল হাসান, তাড়াতাড়ি করুন। আবার এমন যেনো না হয় যে বিচারক আমার ছেলেকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। তিনি নামাযে মশগুল রইলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর বান্দা, আমি তো তোমার সমস্যাই সমাধান করছি।" কথা শেষ না হতেই প্রতিবেশীর সেবিকা এসে বলতে লাগলো, বেগম সাহেবা, ঘরে চলুন। আপনার ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। তা শুনে ঐ প্রতিবেশী অনেক খুশি হলো আর তাঁর জন্য দোয়া করে বিদায় নিলো।

(উ'য়ূনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ১৬৪)

www.dawateislami.net

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুয়দীয়ো, চাহো বরাআত, তুম পঢ়ো দিল সে নামায
দূর হো জায়েগী আফত, তুম পঢ়ো দিল সে নামায।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সকলের মাগফিরাত (ঘটনা)

এক ব্যক্তি হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র জানাযায় শরীক হলো। রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে ও আমার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি বললো, হুযুর, আমিও আপনার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি কাগজ বের করে দেখলেন, কিন্তু তাতে তার নাম দেখতে পেলেন না। সে আরয করলো, হুযুর, আমি অবশ্যই উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবার খুঁজে দেখলেন, তার নাম পাদটীকায় দেখতে পেলেন। **(তারীখে দামিশক্ব, ২০/১৯৮)**

প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায (ঘটনা)

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর দোকানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রাখতেন আর তার পেছনে গিয়ে প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬)**

হে আশিকানে আউলিয়া, এই ঘটনায় ঐসব ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের জন্য শিক্ষার উত্তম মাদানী ফুল বিদ্যমান আছে যারা নিজের অবসর সময় গল্প-গুজব, অহেতুক কথাবার্তা ও মোবাইলের অপব্যবহার

www.dawateislami.net

করে কাটান । আবার অনেকে এমন আছে যারা জামাত তো দূরের কথা নামায পড়াই ছেড়ে দেয়। জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অনর্থক কাজে নষ্ট করা থেকে রক্ষা করুন আর অবসর সময়কে গনীমত মনে করে যতটুকু সম্ভব দরুদ শরীফ, তাসবীহ, যিকির আযকার ইত্যাদির মাধ্যমে জিহ্বাকে সজীব রাখুন। যদি কিছু না পড়ে চুপ থাকতে মন চায় তবে এক্ষেত্রেও সাওয়াব অর্জনের উপায় রয়েছে। যেমন ইলমে দ্বীন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করুন, অথবা মৃত্যুযন্ত্রণা, কবরের অসহায়ত্ব, কবরের আযাব ও হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতির কল্পনায় মগ্ন হয়ে যান। এরূপ করলে সময় নষ্ট হবে না বরং প্রতিটি নিঃশ্বাস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। اِنْ شَآءَ الله

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া, মহান আল্লাহর আউলিয়া কিরামের কর্মপদ্ধতি হলো তাঁরা ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে মানুষের কাছে বহু মাদানী ফুল উপস্থাপন করেন। নিঃসন্দেহে, এ সব নেককার ব্যক্তিগণ ইসলামী আদর্শকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই সব বুযুর্গগণ অনেক সময় স্বয়ং নিজে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সংশোধনের শিক্ষা দিতেন । আবার কখনো মানুষ তাঁদের সংস্পর্শের ফয়েয পাওয়ার জন্য নিজ থেকে তাঁদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বাণী শ্রবণ করতো এবং আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতো।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন, আল্লাহওয়ালাদের বাণীতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সারমর্ম, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থাকে। তাঁদের মুখনিঃসৃত কথায় এমন প্রভাব থাকে যাতে বেনামাযীরা নামাযের, গাফিলরা সচেতন হওয়ার, অজ্ঞরা ইলমের, ফাসিকরা তাকওয়ার এবং অমুসলিমরা ইসলামের সৌভাগ্য লাভ করে।

বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে ১. হযরত বাবা ফরীদ উদ্দীন মাসউ'দ গাঞ্জেশাকার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, যদি কেউ শায়খে কামিলের সন্ধ্যান না পায়, তবে সে যেনো আহলে সুলূক (আউলিয়া কিরাম)'র কিতাব অধ্যয়ন করে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করে। **(রাহাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা ১৫)** ২. মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিযাম উদ্দীন আউলিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত খাজা আমীর হাসান আ'লা সানজারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, সুলূকের অধ্যায়ে বর্ণিত মাশায়িখ কিরামের কিতাব ও বাণীসমূহ অধ্যয়ন করা উচিৎ। **(ফাওয়ায়িদুল ফাওয়াদ, মজলিস বিস্ত ওয়া হাশতুম, পৃষ্ঠা ৪৯)** ৩. মাহবুবে ইলাহী খাজা নিযাম উদ্দীন আউলিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, যখন আমি শায়খুল ইসলাম খাজা ফরিদ উদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র হাতে বায়াত হলাম, তখন ইচ্ছা পোষণ করলাম যে যা কিছু তাঁর মুখ হতে যা শুনবো তা লিখে রাখবো। সুতরাং আমি যা কিছু বাবা ফরিদ উদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র কাছ থেকে শুনতাম তা লিখে রাখতাম। যখন নিজের ঘরে আসতাম তখন কিতাবে লিখে নিতাম, তার পরেও যা কিছু শুনতাম লিখে নিতাম। অবশেষে এই কথাটি আমি বাবা ফরিদ উদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জানালাম। এরপর থেকে বাবা ফরিদ উদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখনই কোনো ঘটনা বা উপদেশ বলতেন আমাকে

www.dawateislami.net

উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিতেন। যদি আমি দেরি করে আসতাম তখন ঐ কথাটি পুনরাবৃত্তি করতেন। **(ফাওয়ায়িদুল ফাওয়াদ, মজলিস বিস্ত ওয়া হাশতুম,পৃ. ৪৯)**

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও প্রায়ই ওয়াজের মজলিসে তাঁর মুরিদ ও ভক্তদের অসংখ্য বিষয়ে বিভিন্ন মাদানী ফুল দিতেন। আসুন, তা হতে কয়েকটি বাণী লক্ষ্য করি-

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বাণীসমগ্র

১. যে আল্লাহ পাককে ভালোবাসলো সে চিরঞ্জীব হলো (অর্থাৎ তার স্মরণ মানুষের অন্তরে সব সময় থাকবে।) আর যে দুনিয়াকে ভালোবাসলো সে অপদস্থ হলো। **(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা ২৬৪)**

২. নির্বোধ লোক সকাল-সন্ধ্যা অপমান ও লাঞ্ছনায় অতিবাহিত করে আর বুদ্ধিমান নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকে। **(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা ২৬৪)**

৩. আখিরাত প্রত্যাশীদের কিছু কর্মপন্থা: ✱ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হওয়া ✱ কুরআনের স্মরণে মন লাগানো ✱ আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকা ✱ আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া ✱ তাঁর অবলোকন করাকে লজ্জাবোধ করা (অর্থাৎ তিনি আমাকে সব সময় দেখছেন) ✱ তাঁর পছন্দের কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ✱ অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকা ✱ অখ্যাত থাকাতে সন্তুষ্ট থাকা।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, ক্রমিক ১৪৭০৩)

৪. এই পাঁচটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে বড় বীর ✱ আল্লাহর হুকুমের উপর এমনভাবে অটল থাকা যাতে কোনো বিচ্যুতি থাকে না ✱ এমন প্রচেষ্টা যাতে কোনো ভুল থাকে না ✱ এমনভাবে জাগ্রত থাকা যাতে কোনো উদাসীনতা থাকে না ✱ একাকী কিংবা লোক

www.dawateislami.net

সমাগমেও এমন মুরাকাবায়ে ইলাহীতে (আল্লাহ পাকের দিকে এমন মনোযোগ) থাকা যাতে কোনো রিয়া (লৌকিকতা) থাকে না এবং ✱ মৃত্যুর স্মরণের পাশাপাশি তার প্রস্তুতিও থাকা।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, সংখ্যা ১৪৭০২)

৫. আমি এমন পথ সম্পর্কে জানি যা সোজা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো- আবুল হাসান, তা কোন পথ?। তিনি বললেন, তোমরা ইবাদতের দিকে মনোযোগী হও আর শুধুমাত্র তাতেই ব্যস্ত থাকো। শেষপর্যন্ত তা ছাড়া যেনো তোমাদের আর কোনো কাজ থাক।

(হিলায়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, সংখ্যা ১৪৭১৫)

৬. সে দূরে গেলো যে আল্লাহ পাক থেকে দু'টি বস্তুর কারণে দূরে গেলো আর সে নিকটবর্তী হলো যে আল্লাহ পাকের কাছে চারটি বস্তুর কারণে নিকটবর্তী হলো। যে দু'টি বস্তুর কারণে আল্লাহ পাক থেকে দূরে গেলো তা হলো ✱ ফরয বাদ দিয়ে নফলে ব্যস্ত থাকা ✱ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এমন বাহ্যিক আমল যার সত্যতা অন্তরে নেই। আর ঐ চারটি বস্তু যার কারণে আল্লাহর নিকটবর্তী হয় তা হলো ✱ আল্লাহ পাকের দরবারকে শক্তভাবে আকড়ে ধরা ✱ ইবাদতের ক্ষেত্রে যত্নবান থাকা ✱ বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং ✱ নিজের প্রশংসা বর্ণনা পরিহার করা। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, সংখ্যা ১৪৭২২)**

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুনাজাতে মশগুল থাকে আল্লাহ পাক তাকে তাঁর যিকিরে স্বাদ ও শয়তানী কুমন্ত্রণার জন্য তিক্ততা দান করেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, সংখ্যা ১৪৭৩৪)

৮. পাঁচটি জিনিস সবচেয়ে উত্তম - ✱ গুনাহের জন্য কান্না করা ✱ দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা ✱ অসীম ইলমে গায়বের অধিকারী আল্লাহর আনুগত্য করা ✱ হৃদয় থেকে মরিচা দূর করা এবং

www.dawateislami.net

✱ কামনাকে নিজের উপর সওয়ার হতে না দেওয়া (অর্থাৎ কামনার অনুসরণ না করা)। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা - ১৪৭৪৯)**

৯. পাঁচটি বিষয় এমন যা থাকলে অন্তরে অন্য কোনো বিষয় স্থান পায় না ✱ আল্লাহরই ভয় রাখা ✱ আল্লাহরই আশা করা ✱ আল্লাহরই ভালোবাসা পোষণ করা ✱ আল্লাহকেই লজ্জা করা ✱ আল্লাহর প্রতিই উনসিয়্যত (ভালোবাসা) রাখা। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৯)**

১০. হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হতে বর্ণিত, হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি দেখলাম যে উপকারিতা রাতের অন্ধকারে (ইবাদত করার মাধমে) প্রকাশ পায়। হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন আমার কোনো উপকার করতে চাইতেন তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন আমাকে বললেন, শোকর কী? আমি বললাম, নিয়ামতে অকৃতজ্ঞতা না করা? বললেন, তুমি খুব সুন্দর বলেছো এবং চমৎকার উত্তর দিয়েছো। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩, সংখ্যা ১৪৭১৭)**

১১. ধৈর্যের অর্থ হলো তুমি পৃথিবীর মতো হয়ে যাবে যার উপর পাহাড় ও মানুষ অবস্থান করে। পৃথিবী তাদের বোঝা বইতে অস্বীকার করে না। এই কাজকে সে বিপদ মনে করে বরং তার মাওলার নিয়ামত ও দান বলে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৪, সংখ্যা ১৪৭২৩)**

১২. মানুষেরর জন্য কোনো আমল করবে না। তাদের জন্য কিছু বর্জন করবে না। তাদের জন্য কোনো জিনিস খুলবে না । হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, তাঁর এই বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সব আমল যেনো আল্লাহর জন্য হয়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩০, সংখ্যা ১৪৭৫৮)

www.dawateislami.net

১৩. আমি তাকে দেখে আশ্চর্য হই যে সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণ অন্বেষণ করে কিন্তু নিজের নফসের জন্য কখনো কোনো উপকার সাধন করে না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা ১৪৭০৬)**

১৪. নফস (এর সংশোধন)'র ব্যস্ততা এমন যা মানুষের থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা ১৪৭০৯)**

১৫. সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হলো তুমি নিজের নফসকে কাবু করবে। যে নিজের নফসের সংশোধন করে না সে অন্যের সংশোধনও করতে পারবে না।

১৬. যে তার উর্ধ্বতনদের আনুগত্য করে, তার অধীনস্থরাও তার আনুগত্য করে ।

১৭. সন্দেহের উপর ভিত্তি করে নিজের ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না,তাকে সন্তুষ্ট রাখো। মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের আলামত হলো আল্লাহর হকসমূহ আদায় করা এবং যথাসম্ভব এ কাজকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৯)**

১৮. মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসার উপযুক্ত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার দ্বীনকে নিজের কামনার উপর প্রাধান্য না দেয় আর মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যতক্ষণ তার কামনাকে নিজের দ্বীনের উপর প্রাধান্য না দেয়। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৯, সংখ্যা ১৪৭৫০)**

১৯. পাঁচটি বিষয় ছাড়া সমস্ত দুনিয়া অর্থহীন। যথা- ✱ রুটি (খাবার) যা পেট ভরায় ✱ পানি যা পিপাসা নিবারণ করে ✱ কাপড় যা সতর (লজ্জাস্থান) ঢেকে রাখে ✱ ঘর যাতে মানুষ থাকে এবং ✱ ইলমে দ্বীন যা ব্যবহৃত হয়। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩, সংখ্যা ১৪৭১৯)**

www.dawateislami.net

২০. সৃষ্টি থেকে কোনো কিছু না চেয়ে দুনিয়াকে ঘৃণা করার নাম যুহদ (দুনিয়াবর্জন)।

২১. দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হবে না অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রশি রয়েছে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর ভূপৃষ্ঠের উপর অহংকার করে চলো না অতি শীঘ্রই ভূপৃষ্ঠে তোমার কবর হবে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৫, সংখ্যা ১৪৭২৮)

২২. সে ধোঁকায় রয়েছে, যে নিজের জীবনের সময়গুলো অহেতুক কাজে ব্যয় করছে আর সেও ধোঁকায় রয়েছে যে সালেহীনদের স্তরে পৌঁছার আশা করে (কিন্তু একদম চেষ্টা করে না।)

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা ১৪৭১০)

২৩. বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকে না ❋ যখন সে রাগান্বিত হয় তখন রাগ তাকে হক (সত্য) থেকে বিচ্যুত করে না ❋ যখন আনন্দিত হয় তখন খুশি তাকে কোনো গুনাহের কাজে নিয়ে যায় না ❋ যখন (কেউ) ক্ষমতাবান হয় তখন ঐ সম্পদ গ্রহণ করে না যা তার নয়।

(শুআ'বুল ঈমান, ৬/৩২০, হাদীস ৮৩২৯)

২৪. মুত্তাক্বীদের ১০টি স্তর ❋ কষ্টে থাকা ❋ দূঃখ ও দুর্দশা বেশি থাকা ❋ অস্থির করে দেওয়া ভয় ❋ বেশি কান্না করা ❋ রাতদিন কাকুতি-মিনতি থাকা ❋ আরাম ও আয়েশের জায়গা থেকে দূরে থাকা ❋ অস্থিরতার আধিক্য থাকা ❋ অন্তরে ভয় থাকা ❋ জীবন আনন্দহীন হওয়া ❋ কষ্ট গোপন করে তা সুরক্ষিত রাখা।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২১, সংখ্যা ১৪৭০৪)

২৫. হায় যদি পুরো পৃথিবীর সমস্ত দূঃখ যদি আমি পেয়ে যেতাম যার ফলে সমস্ত মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পেতো।

www.dawateislami.net

২৬. মানুষ যতটুকু স্নেহ নিজ সন্তানকে করে ততটুকু স্নেহ যদি নিজের প্রাণের উপর করতো তবে নিজের পরিণতিতে তারা আনন্দিত হতো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা ১৪৭০৭)

২৭. এই বিষয় থেকে বেঁচে থাকো যে তোমার প্রশংসা ছড়িয়ে যাবে আর দোষ গোপন থাকবে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা ১৪৭১৩)**

২৮. হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হতে বর্ণিত, হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি এমন সংক্ষিপ্ত পথ সম্পর্কে জানি যা তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে? বললাম, তা কোন পথ? বললেন, কারো কাছ থেকে কোনো কিছু নেবে না, কারো কাছে কোনো কিছু চাইবে না। তোমাদের কাছেও কাউকে কিছু দেওয়ার জন্য থাকবে না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩, সংখ্যা ১৪৭১৬)**

২৯. চারটি বিষোয় বান্দাকে উন্নত করে। যথা ✱ ইলম ✱ আদব ✱ চরিত্রের পবিত্রতা এবং ✱ আমানত।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩, সংখ্যা ১৪৭২০)

৩০. যে ব্যক্তি এমন বাতিনী ইলমের দাবি করে যা যাহিরী (শরয়ী) বিধানের পরিপন্থী তাহলে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৫, সংখ্যা ১৪৭২৬)

৩১. যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হয় তার অন্তরে তাকদীরে ইলাহীর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা থাকে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অন্তর মৃত্যুর চিন্তায় মগ্ন থাকে। সাধারণ নেককার বান্দা বলে যে আমাদের মৃত্যু কেমন হবে? আর মুক্বাররাবগণ (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীগণ) বলেন, জানি না আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কী ফয়সালা করেছেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৫, সংখ্যা ১৪৭৩০)**

www.dawateislami.net

৩২. আমলে একনিষ্ঠতা রাখো শেষ পর্যন্ত যে আমল একনিষ্ঠ হয়ে যাবে। এ কাজ আমল করার চেয়েও বেশি কঠিন। আর আমল একনিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে সংরক্ষণ করা আমল করার চেয়েও বেশি কঠিন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া,১০/১২৫, সংখ্যা ১৪৭৩২)

৩৩. আমলকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখা আমল করা থেকেও বেশি কঠিন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৬, সংখ্যা ১৪৭৩৩)

৩৪. বন্ধু বানাও কিন্তু তাকে নিজের গোপন বলো না। খারাপ বন্ধুদের পরিহার করো। আর যেমনিভাবে নিজের শত্রুদের ব্যাপারে আশঙ্কা করো তেমনিভাবে বন্ধুদের ব্যাপারেও করো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৬, সংখ্যা ১৪৭৩৫)

৩৫. যে ব্যক্তি (নেকীর কাজে) অবহেলা করে কিয়ামতের দিন তার খুব আফসোস হবে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৬, সংখ্যা ১৪৭৩৭)**

৩৬. হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা ক্ষুধা থেকে কী অর্জন করে? বললেন, পেটভরা ব্যক্তিরা পেট ভর্তি করা থেকে কী অর্জন করে? ক্ষুধার্তরা ক্ষুধায় থাকার মাধ্যমে হিকমত (প্রজ্ঞা) অর্জন করে আর পেটভরা ব্যক্তিরা পেট ভর্তি করার মাধ্যমে বদহজমির সম্মুখীন হয়। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৬, সংখ্যা ১৪৭৪০)**

৩৭. তিনটি বিষয় নেককার লোকদের স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত। যথা ✱ ফরযসমূহ আদায় করা ✱ হারাম কাজ পরিহার করা এবং ✱ অলসতা না করা। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৭, সংখ্যা ১৪৭৪৩)**

৩৮. নেককার লোকদের স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত এমন তিনটি বিষয় যার মাধমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে যায় । যথা- ✱ অধিক হারে ইস্তিগফার, ✱ বিনয় ও নম্রতা এবং ✱ অধিক হারে দান-খয়রাত।

www.dawateislami.net

৩৯. যে নিয়ামতের মূল্যায়ন করতে জানে না তার কাছ থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় আর সে তা জানতেও পারে না। (ধৈর্যধারণ করে) যার বিপদ হালকা হয়ে যায় সে নিজের জন্য সাওয়াব জমায়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৬)

৪০. নিজের মুখাপেক্ষীতা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করো। তিনি তোমাদেরকে মানুষ হতে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া,১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৭)

৪১. চরিত্র ও স্বভাব বিবেকের বহিঃপ্রকাশ। তোমার ভাষা তোমার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ আর তোমার চেহারা তোমার অন্তরের আয়না। কেননা যা অন্তরে গোপন থাকে তা চেহারায় প্রকাশ পায়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৮)

৪২. হৃদয় তিন প্রকারের। যথা ❋ পাহাড়ের মতো মজবুত যাকে কেউ টলাতে পারে না ❋ খেজুর গাছের মতো যার শেকড় মাটিতে প্রোথিত যাকে বাতাসে দোলায় ❋ পালকের মতো যাকে বাতাস এদিক-ওদিক ছুঁড়ে মারে **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৯)**

৪৩. সর্বোত্তম রিযিক হলো তা যা পাঁচটি জিনিস থেকে নিরাপদ। যথা ❋ উপার্জন করার সময় গুনাহ থেকে ❋ লাঞ্ছিত হয়ে ও কাকুতি-মিনতি করে চাওয়া থকে ❋ নিজের পেশায় অন্যকে ধোঁকা দেওয়া থেকে ❋ গুনাহের উপকরণের টাকা-পয়সা থেকে এবং ❋ অন্যের হক নষ্ট হওয়ার বিষয় থেকে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, সংখ্যা ১৪৭৪৯)**

৪৪. সন্দেহজনক বিষয় বর্জনকারীরাই নফসের কামনা থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ রাখতে পারে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৯, সংখ্যা ১৪৭৫৪)**

৪৫. যে ব্যক্তি আমার আলোচনা খারাপভাবে করে তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। অবশ্য আমি তাকে ক্ষমা করবো না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে

আমার ব্যাপারে এমন কথা বলে সে জানে যে আমার কাজ তার (বক্তব্যের) পরিপন্থী **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩০, সংখ্যা ১৪৭৫৯)**

৪৬. যাদের কথা ও কাজে পার্থক্য থাকে না- এমন লোকের সংখ্যা অনেক কম । **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৪৭. যে ব্যক্তি নিয়ামতের মূল্যায়ন করে না তার এমন অবনতি হবে যে সে বুঝতেও পারবে না। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৪৮. লজ্জা ও ভালোবাসা হৃদয়ের দুয়ারে আসে। যদি হৃদয়ে দুনিয়াবর্জন ও তাক্বওয়া বিদ্যমান দেখে তবে তা অবস্থান করে অন্যথায় ফিরে যায়। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৪৯. বুদ্ধিমান হলো সে যে কুরআনের রহস্য উপলব্ধি করে আর তা নিয়ে গভীর চিন্তা করে। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৫০. যে ব্যক্তি মাখলুকের মাঝে নিজেকে এমনভাবে জাহির করে যেমনটি সে নয় তবে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে পতিত হিসেবে বিবেচিত হয়।

(শারীফুত তাওয়ারিখ, ১/৫১২)

৫১. শক্তিমান হলো সে, যে নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখে।

(শারীফুত তাওয়ারিখ, ১/৫১২)

৫২. শক্তিশালী হলো সে যে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

(শারীফুত তাওয়ারিখ, ১/৫১২)

৫৩. গুনাহ থেকে বাঁচার তিনটি উপায় রয়েছে- দোযখের ভয়, জান্নাত প্রত্যাশা, আল্লাহকে লজ্জা করা। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫৩)**

৫৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয় তবে পুরো দুনিয়া তার অনুগত হয়ে যায়। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৫৫. মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে তাদের থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করার নাম হলো সদাচরণ। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

www.dawateislami.net

৫৬. ইবাদতকে কামনার উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে বান্দা উন্নতি লাভ করে। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)**

৫৭. হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকালের সময় হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন "মাখলুক্বের মাঝে অবস্থান করতে গিয়ে আল্লাহর ব্যাপারে গাফিল হয়ো না।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫৪)

www.dawateislami.net

নিজের প্রয়োজনকে আল্লাহ্ পাকের উপর সমর্পণ করে দাও, তিনি তোমাকে মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে রক্ষা করবেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৮, নং: ১৪৭৪৭)

যে (নেককাজে) অলসতা করে, সে কিয়ামতের দিন অনুতপ্ত হবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২০, নং: ১৪৭৩৭)

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে, সারা দুনিয়া তার অনুগত হয়ে যায়। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৫২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪২৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net